সংবাদ

তারিখ 07 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

গবেষণার দায়িত্ব পালন না করলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ থাকে কিভাবে

আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও গবেষণার প্রতি বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আগ্রহ নেই। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী, সবকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর বাজেটে গবেষণা খাতে একটি বরাদ্দ রেখে তা খরচ করার কথা। সেটা না করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা খাতে খরচ দেখিয়ে নিরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে না। খবর অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ২০১২ সালে যে তথ্য ইউজিসিকে দিয়েছিল যা গত নভেম্বরে প্রকাশিত হয়, সেখানে দেখা যায় ওই বছর ৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৩টিতে কোন গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়নি। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে মাত্র। ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে কোন ধরনের টাকাও খরচ করেনি। ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় কোন গবেষণা বৃত্তি দেয়নি।

উন্নত কোচিং সেন্টারের ধরন ব্যাঙের ছাতার মতো প্রতিষ্ঠান যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয় তার থেকে এর চেয়ে আর বেশি কী আশা করা যায়। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে বিষয়টি তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ দুটি। প্রথমত, শিক্ষাদান, দ্বিতীয়ত, শিক্ষাদানের জন্য নতুন নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি চলে না, এজন্য শিক্ষকদের গবেষণা করতে হবে। তারা প্রতিনিয়ত সেসব প্রকাশ করবেন। প্রবন্ধ লিখবেন। সেমিনার করবেন। বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য এই মাপকাঠিতে আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিচার করলে হাতেগোনা কয়টি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় অভিসিক্ত হবে সেটাই প্রশ্ন।

আরও প্রশ্ন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে প্রতি বছর গবেষণা খাতে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা থাকার পরও তা না করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পার পেয়ে যাচ্ছে কিভাবে। কারণ সনদ পাওয়ার শর্তাবলিতে বলা আছে, সনদ পাওয়ার ক্ষেত্রে সাতটি শর্ত পূরণ করতে হবে। এর একটি হলো বার্ষিক বাজেটের ব্যয় খাতে ইউজিসি কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ গবেষণার জন্য বরাদ্দ রেখে তা ব্যয় করতে হবে। আমাদের প্রশ্ন, বছরের পর বছর এই আইনের এবং শর্তের বরখেলাপ হলো কি করে। শুধু তাই নয়, খবরে বলা হয়েছে, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষার্থীদের জমা দেয়া থিসিসকে গবেষণা বলে চালিয়ে দিয়ে এ খাতে ব্যয় পর্যন্ত দেখিয়েছে। এ তো উচ্চশিক্ষার নামে স্রেফ জালিয়াতি।

এসবের অর্থই হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে কোন ধরনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অভিভাবক ছাড়াই। তাহলে ইউজিসি কী করছে। শুধুই কি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকবে এই প্রতিষ্ঠানটি। কারণ গবেষণায় বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির জন্য নতুন করে আর কোন আইন প্রণয়নের তো দরকার নেই। আইন রয়েছে, শর্ত রয়েছে। যেটা হয়নি তা হলো এর বাস্তবায়ন। আর বাস্তবায়ন হলো কিনা তার দেখভালের দায়িত্ব অর্থাৎ মনিটরিং করার কাজটি বর্তায় ইউজিসির ওপর। এই প্রতিষ্ঠানটিই তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং এরই প্রতিকার করতে হবে আগে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দানকালেও অনেক বিচার-বিবেচনার দরকার রয়েছে। শিক্ষকদের গুণগত মান ও তাদের গবেষণামনস্কতা রয়েছে কিনা সেটাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। গবেষণার নামে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় শর্তের বরখেলাপ করেছে, জালিয়াতি করেছে তাদের সনদ বাতিল করতে হবে। গোটা মনিটরিং ব্যবস্থায় ইউজিসিকে আরও শক্তিশালী হতে হবে।